ঝিনাইদহের শতাধিক শিক্ষক উচ্চতর স্কেল বঞ্চিত

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর বে-সরকারী শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রনালয়। গত জুনের ১০ তারিখের সর্বশেষ মাউশি’র এক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক বে-সরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকদের উচ্চতর গ্রেড দেওয়ার লক্ষ্যে অনলাইনের মাধ্যমে স্ব-স্ব উপজেলায় শিক্ষকদের কাগজ পত্র প্রেরণ করার জন্য বলা হয়।

সে লক্ষ্যে ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় কর্মরত বে-সরকারী হাইস্কুলের শিক্ষকরা যাদের চাকুরীর বয়স ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে তারা জুলাইয়ের ৮ তারিখের মধ্যে আবেদন করেন। এসব শিক্ষকদের নিকট থেকে অফিস সহকারী ৫০০/১০০০ এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে জেলা শিক্ষা অফিস বরাবর তাদের আবেদন ফরোয়াড করেন।

কিন্তু সমস্যা হলো সদর উপজেলার ৮৬ জন শিক্ষকের আবেদন উপজেলা শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী ভুল করে পূরণ করা আবেদন জেলা ও উপ-পরিচালক (খুলনা অঞ্চল) খুলনা বরাবর প্রেরণ করে। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে রিকমান্ড দিলেও খুলনা উপ-পরিচালকের কার্যালয় থেকে এই ৮৬ জন শিক্ষকের আবেদন পত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন কারনে আরও কিছু শিক্ষকের আবেদন রিজেক্ট করে দেওয়া হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষার উচ্চতর গ্রেড পাচ্ছেন না ঝিনাইদহ সদর উপজেলার প্রায় শতাধিক শিক্ষক। এছাড়াও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের বিরুদ্ধে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বলেন, টাকা ছাড়া কোন কাজই হয়না এই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে যেমন, নতুন উপবৃত্তির ফরম জমা, বিজয় ফুল বাবদ বরাদ্ধ টাকা, স্বীকৃতি নবায়নের জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শন, নতুন অনুমোদিত বিদ্যালয় পরিদর্শন, নতুন এমপিও চালু হওয়া প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মচারীদের আবেদনে তো ১ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা দাবি করা হয়।

এছাড়া প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সহকারী লাইব্রেরীয়ান ও কর্মচারী নিয়োগের হিসাব তো আলাদা। নিয়োগ বোর্ডের টাকা প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা নেওয়া হয় বলেও তারা জানান।

কয়েকজন প্রধান শিক্ষক অভিযোগের সুরে বলেন, বই বিতরণের সময় ভাড়ার টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে জমা হওয়ার কথা থাকলেও ৩ বছর ধরে অনেক প্রতিষ্ঠান সেই টাকা পাননি। এমনকি ঘুষের টাকা না দেওয়ায় প্রণোদনার টাকা পাইনি ঝিনাইদহে কিছু এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার এম এ আরিফ সরকার বলেন, এসব অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই, আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে লিখিত দিলে খতিয়ে দেখা হবে।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শুশান্ত কুমারদেবে’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঝিনাইদহে একটি সংঘবদ্ধচক্র এসব অপকর্মের সাথে দীর্ঘদিন জড়িত। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করব।

ঝিনাইদহে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন

দেশব্যাপী শিশু ও নারী ধর্ষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং দোষিদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড করার দাবীতে ঝিনাইদহে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে। গতকাল শনিবার সকালে শহরের পোষ্ট মোড়ে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে এসব সংগঠনের নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, ওয়েল ফেয়ার এফোর্টস এর পরিচালক শরিফা খাতুন, পরিবেশবীদ মাসুদ আহমেদ সঞ্জু, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব একরামুল হক লিকু, বাউল সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, সুজনের সাধারণ সম্পাদক শরীফ মাহমুদুল হাসান, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক আশরাফুন নাহার আশা, মানবাধিকার নাট্য পরিষদের সভাপতি রুবেল আহমেদ, পদ্মা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান।

এছাড়াও ডাস, হাঙ্গার প্রজেক্টসহ বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনের

নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা, ধর্ষণ বিচার আইন সংশোধন করে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড করার দাবী জানান।

মেহেরপুরের রাইপুরে জোর পূর্বক জমি দখলের চেষ্টা

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করেছেন চাচা ও চাচাত ভাইয়েরা।

গতকাল শনিবার সকালে রাইপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

ইনছান আলীর ১ বিঘা জমিতে থাকা বাঁশ বাগান থেকে ৫০ টি বাঁশ ও আরও একটি ১৬ কাঠা জমির এক অংশ থাকা কলা গাছ অন্যায় ভাবে কেটে। তারই জমির বাঁশ দিয়ে জোর পূর্বক জমি দখল করে সীমানা ঘিরেছে বলে অভিযোগ করেন ইনছান আলী।

অভিযোগে তিনি জানান, একই গ্রামের মৃত কাদের মন্ডলের ছেলে মোঃ আবু তালেব (৫৫) ও মোঃ ফিরাতুল ইসলাম (৫০), মোঃ আবু তালেবের ছেলে মোঃ ইকবাল হোসেন (৪৬), মোঃ সিদ্দিক, মোঃ ফিরাতুল ইসলামের ছেলে মোঃ স্বপন (৩৫), মোঃ সিরাজুল ইসলামের ছেলে মোঃ হান্নান (৩০), মোঃ লিলু (২৪), মোঃ রঞ্জিত (২২) সকলে একত্রিত হয়ে জোরপূর্বক বাশ কেটে ও কলা গাছ কেটে তাদেও জমি দখলের চেষ্টা করেন।

এ বিষয়ে ইনছান আলী তাদের কাছে জানতে চাইলে, একা পেয়ে অন্যায় ভাবে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে এবং বাঁশের লাঠি, ধারালো হাসুয়া, লোহার রড নিয়ে মারধরের চেষ্টা করে এবং মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

বাবার মতো জনগণের সেবক হতে চাই- মনিরুল ইসলাম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক পর্ব। এ পর্বে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো:

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

মনিরুজ্জামান মনি: আপনারা জানেন, আমি গত নির্বাচনে বিএনপি দল থেকে ভোট করে নির্বাচিত হয়েছি। জনগণ আমাকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে এই চেয়ার আমাকে উপহার দিয়েছে এবং আমার বাবা দীর্ঘদিন যাবৎ চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে গেছেন। তার মুখের দিকে চেয়েও আমাকে জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে। তাই জনগণের কাছে আমি ও আমার পরিবার কৃতজ্ঞ। তাই জনগণ যদি আবারও চাই, আর ভোট যদি সুষ্ঠ হয় তাহলে আবার নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হবো ইনশাল্লাহ্। তবে নির্বাচনী প্রচারনার কাজ এখনো শুরু করিনি করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার দল বিএনপি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন নির্দেশনা দিয়েছে কি না?

মনিরুজ্জামান মনি: কোন নির্দেশনা আসে নি। তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু স্থানে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে বিএনপি প্রার্থী আছে সেই ক্ষেত্রে আশা করি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও বিএনপি থাকবে। তবে ভোট যদি সুষ্ঠ হয় এবং জনগণ কে যদি তাদের ভোট দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় তাহলে আবারো চেয়ারম্যান হবো ইনশাল্লাহ্।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জনগণ কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

মনিরুজ্জামান মনি: আমি নির্বাচিত হওয়ার পর রাস্তা ঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা-স্কুল, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, থেকে শুরু করে করোনাকালিন সময় ১০ কেজি, ১৫ কেজি, ৩০ কেজি চাউল, শিশুদের জন্য দুধসহ সকল প্রকার সহযোগীতা অসহায় মানুষের দারে দারে পৌঁছে দিয়েছি। আমার ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই স্বল্প সেই সল্পতা থেকে আমি সকলকে সন্তষ্ট রাখার চেষ্টা করেছি। এবং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান স্থান গুলোতে স্ট্রিট লাইটের ব্যাবস্থা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি আপনার দল বিএনপি’র কাছে থেকে নোমিনেশন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

মনিরুজ্জামান মনি: আমি দলের দুর্দিনে পাশে আছি এবং বর্তমান ক্ষমতাশালী দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। জনগণের ভালোবাসা আস্থা আমার উপর আছে। সেই সুবাদে আমি মনে করি আমার দল আগামী নির্বাচনে আমাকেই নোমিনেশন দিবে। নোমিনেশন পেয়ে নির্বাচনে আসলে আমার বিশ্বাস জনগণ আমাকে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

এ ক্ষেত্রে দল আমাকেই মুল্যায়ন করবেন বলে মনে করি। আমি এই ৫ বছরে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এবং সবাই আমাকে সন্তানের মতো দেখেন, আমিও তাদের সম্মান করি, আমি সব সময় বিপদে আপদে তাদের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

মনিরুজ্জামান মনি: আমি আমার বাবার দেখানো পথেই জনগণের সেবক হয়ে তাদের পাশে থাকতে চাই। আমার ষোলটাকা ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। আমার পরিকল্পনা আছে আবার যদি নির্বাচিত হয় তাহলে শিক্ষাখাতে উন্নয়ন করতে চাই। মানুষের বন্ধু হয়ে পাশে আছি এবং সব সময় তাদের পাশে থেকে সেবা করতে চাই।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

লীগ সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু ও উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেনসহ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। বাস স্ট্যান্ডে সমাবেশের আগে ছাত্রলীগের একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

কুষ্টিয়ায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ৩০

কুষ্টিয়ায় গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ফরিদ হোসেন (৪৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার ভবানীপুরে এ ঘটনা ঘটে। এসময় বেশ কছিু বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, গত সপ্তাহে একজনকে মারধরের ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা লিয়াকত আলী বাদশা-রেজা মন্ডল পক্ষের সঙ্গে রাশিদুল-লাবু শকাতি পক্ষের লোকজনদের মধ্যে বিরোধ হয়।

শনিবার সকালে রাশিদুল ও শকাতি পক্ষের লোকজন বাদশা এবং রেজা মন্ডলের বাড়ি ঘিরে ভাঙচুর শুরু করলে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়।

আহত ফরিদ হোসেনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা যান। নিহত ফরিদ ময়েন ফারাজির ছেলে ও রাশিদুল-লাবু শকাতি পক্ষের সমর্থক। কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ওই গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জীবননগরে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

সারাদেশে ধর্ষণ রুখে দাও স্লোগানে জীবননগরে মুসুল্লিদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজের শেষে শহরের প্রতিটি মসজিদের মুসুল্লিগণ একত্রিত হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জীবননগর বঙ্গবন্ধু উন্মুক্তমঞ্চের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর পৌর শহরের বিভিন্ন সুধী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, সাংবাদিক, সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি সহ সকল শ্রেনী পেশার মানুষ এ মানববন্ধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন।

এ সময় বক্তারা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সিলেটের এমসি কলেজসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নারী ধর্ষণ, নারীর শ্লীলতাহানি, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং ধর্ষকের কঠোর বিচার চেয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জীবননগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবুজার গেফারী, পান বাজার মসজিদের খতিম মাওলানা সাইফুল্লাহ, উপজেলা জামে মসদিরে খতিব হাফেজ মিজানুর রহমান, বাসষ্ট্রান্ড মসজিদের খতিব আক্তারুজ্জামান সহ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সভাপতি সাইদুর রহমান, কামরুজ্জামান বিদ্যুৎ, আশাদুল হক প্রমুক।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় দল মত নির্বিশেষে ধর্ষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান রাখেন সেই সাথে ধর্ষণ বন্ধে তারা আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

হরিনাকুন্ডুতে বাল্য বিয়ের

আয়োজন করায় কনের পিতাকে জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলায় বাল্য বিয়ের আয়োজন করায় কনের পিতাকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে হরিনাকুন্ডু উপজেলার মহিলা কলেজ পাড়ায় এ আদালত পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও হরিনাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা নাফিস সুলতানা জানান, মহিলা কলেজ পাড়ায় এ্যাডভোকেট ইবাদত হোসেনের বাসার ভাড়াটিয়া আজিজুর রহমানের কন্যাকে বাল্য বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে কন্যার পিতাকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সে ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। কণ্যার প্রাপ্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে না দেওয়ার জন্য তার পিতার মুচলেকা নেওয়া হয়।